ডা | ম | স্টা | র্ড

জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ

iex›`bv\_ †Kej evsjv Avi evOwji welq bq| iex›` cwZfvq mvwiwekB g»| ZvB cwZ eQi Kwe¸i"i m¤§v‡b Abôvb nq cw_exi me©Î...

৭ মে রবীন্দ্রনাথের জন্ম বার্ষিকীর আয়োজনে ছিল কবিতা পাঠ, নৃত্য, গান ও আলোচনা সভা। এতে অংশ নিয়েছিলেন বাঙালি কবি দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। আরো ছিলেন জার্মান কবি ও সাহিত্যিক ক্রিশ্চিয়ান ওয়াইজ, কণিকা দাশগুপ্ত, অনিতা মুখার্জী। গান পরিবেশন করেন- রঞ্জু সরকার, শিউলি ফিরোজ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা এবং সভাপতিত্ব করেছেন জার্মান বাংলা সোসাইটির সভাপতি হামিদুল খান। আয়োজনে সহায়তা করেছেন সাহিত্য রঞ্জন পাল, গোলাম সরওয়ার পিন্টু, রাইন হার্ড ভেবার, ডিরর্কজাম, ডানিয়েল বাচেক। ডামস্টার্ডের গ্রিন-পার্টি এবং অনেক প্রগতিশীল জার্মান নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। এখানে রবীন্দ্রনাথের Foot print (পদচিহ্ন) খোঁজা হয় কিন্তু পাওয়া যায়নি। আগামীতে আবার পদচিহ্ন খোঁজা হবে। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল জার্মানির ডামস্টার্ড শহরের জমিদার হ্যারম্যান কাইজার লিংয়ের একটি গার্ডেনে। রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত এখানে বহুবার এসেছেন জমিদার কাইজার লিংয়ের আমন্ত্রণে। ডামস্টার্ড শহরের বিভিন্ন গার্ডেনে বসে বসে তিনি কবিতা এবং গান লিখতেন। জার্মান ভাষায় অনেক অনুবাদ আছে। ডামস্টার্ড শহরের অনেকগুলো গার্ডেনের মধ্যে আমরা Orangerie নামে একটি গার্ডেন বেছে নেই এবং এখানে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করি।

জার্মানীর পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ

ডামস্টার্ড শহরে জমিদারের সব গার্ডেন এখনো আছে এবং সেগুলো সংস্কার করে আরো সুন্দর করা হয়েছে। বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির জন্য এ শহরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসুন আমরা এখানে প্রতি বছর মিলিত হই।

হামিদুল খান
জার্মান বাংলা সোসাইটি
e-mail. Deutsch-bangla@gmx.de www.dbg-ev.org

প্রবাসীদের জন্য
বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

মা। না। মা

বাংলাদেশী ফ্যাশন শো

২৬ মে বাহরাইনের অভিজাত ব্রিটিশ ক্লাব অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ বাংলাদেশী ফ্যাশন সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। 'Bangladeshi Fashion Evening' নামে

অনুষ্ঠান মাতিয়েছে বাংলাদেশী মডেলরা

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দুই বাহরাইন প্রবাসী বাংলাদেশী ফ্যাশন ডিজাইনার এমিলি ইয়াসমিন আনোয়ার ও সামরিনা চৌধুরীর নিজস্ব ডিজাইনকৃত বিভিন্ন বাংলাদেশী, পশ্চিমা ও আরবীয় পোশাকের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতি ও পোশাকের সঙ্গে বিদেশীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। আমি বাংলার গান গাই- এ গানের সঙ্গে একে একে মডেলরা বাংলাদেশের বিভিন্ন শাড়ি পরে একে একে মঞ্চে প্রবেশ করেন যা বিদেশীরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করেন। দ্বিতীয় পর্বে এমিলি ও সামরিনার ডিজাইনকৃত পশ্চিমা ও আরবীয় পোশাক পরে মডেলরা ফ্যাশন প্যারেড করেন।

তৃতীয় ও শেষ পর্বে ছিল বাংলাদেশের বিয়ের বিভিন্ন শাড়ি ও পোশাকের প্রদর্শনী। অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশী মডেলরা ছিলেন সিনথিয়া, রূপালী, মুন্না, ইলোরা, ফারিয়া, লুজাইনা, মিথিলা, ফারিয়ান, টিমন ও নাবা। বিদেশী মডেলদের মধ্যে ছিলেন সামা, আমেনা, সুজান, দুর্বা, রিদা ও রাবেয়া।

জাহরান ওয়াসী
পি.ও. বক্স-৫৯৪১, মানামা, বাহরাইন
মোবাইল: +৯৭৩ ৩৯৯৫২২৪৫

বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী প্রবাসীদের প্রতি আবেদন

বিদেশে বসে আপনার আত্মীয়-স্বজনের কথা, দেশের কথা এবং যে অঞ্চল থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, সে অঞ্চলের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়ে। টাঙ্গাইলের শাড়ি, জামালপুরের ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী, কিশোরগঞ্জের হাওর, ময়মনসিংহের সংস্কৃতি এবং নেত্রকোনার হাওর ও উপজাতীয় ঐতিহ্যের কথা আপনার নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত মনে পড়ে। এই অঞ্চলের কোনো খবর কোনো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ইন্টারনেট এডিশনে দেখলে আপনি নিশ্চয়ই পুলকিত হন। আপনি কি জানেন বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসী সাংবাদিকরা বাংলা সংবাদপত্রে গুi“ত্বcর্ণ স্থানে অবস্থান করছেন। আবুল মনসুর আহ্‌মদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মুজিবর রহমান খান, খন্দকার আবদুল হামিদ প্রমুখ বাংলা সাংবাদিকতায় অবদান রেখেছেন। বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকসgুহে বৃহত্তর ময়মনসিংহের শতাধিক সাংবাদিক অত্যš— দক্ষতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। এদের অনেকেই জাতীয় দৈনিকের সম্প্রাদক হবার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু জেনে দুঃখ পাবেন, ঢাকার কোনো জাতীয় দৈনিক বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোনো অধিবাসীর মালিকানায় প্রকাশিত হয় না।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের জনসংখ্যা এক কোটির বেশি। সমস্যাও অনেক। কিন্তু জাতীয় দৈনিকগুলোতে বৃহত্তর ময়মনসিংহ কতটুকু স্থান পায়? এ অবস্থায় ঢাকায় যদি বৃহত্তর ময়মনসিংহের কোনো অধিবাসী বা অধিবাসীদের মালিকানায় কোনো দৈনিক থাকতো তাহলে সে দৈনিকে বৃহত্তর ময়মনসিংহের সমস্যার ওপর আলোকপাত হতো। ঢাকার দুটি দৈনিক বৃহত্তর সিলেটের খবরকে সর্বাধিক গুi“ত্ব দেয়। অন্য দৈনিকগুলো তাদের নিজ নিজ এলাকার খবরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

যথাযথ পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা হয়, বৃহত্তর ময়মনসিংহের প্রায় ২ লাখ লোক প্রবাসে অবস্থান করছেন। জাতীয় দৈনিকের ইন্টারনেট এডিশনে তারা কি নিজ এলাকার কোনো খবর পান? প্রবাসীরা কি ঢাকায় বৃহত্তর ময়মনসিংহের অধিবাসীদের মালিকানায় একটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশে সহায়তা করতে এগিয়ে আসতে পারেন না? আমরা মনে করি, প্রবাসীদের অনেকেরই এ ব্যাপারে আগ্রহ আছে। তবে তাদের পক্ষে উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন তাহলে তারা সহায়তা করবেন বলে আমাদের ধারণা।

আমরা এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনারা কি আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবেন? আপনাদের সাড়া পেলে আমরা বি ারিত জানাব।

আনোয়ার হাসান বাবু ও রাজন ভট্টাচার্য
জিপিও বক্স নং ২২২২, ঢাকা-১০০০
E-mail : rajan_bkagaj@yahoo.com, iamsjahan@yahoo.com

ল | ন্ড | ন

সাহারার মৃত্যু আমাদের কান্না

৭ জুলাই লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণের ৬ দিনের মাথায় সাহারার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পুলিশ। পুলিশ বলেছে, সেন্ট্রাল লন্ডনের টাভিস্টক স্কোয়ারে দ্বিতল বাসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সাহারা মারা যান। তাদের পূর্ব লন্ডনের প্লাসটোর বাসায় চলছে এখন শোকের মাতম। পরিবারের বড় সন্তান সাহারাকে হারিয়ে তার বাবা-মা পাগলপ্রায়। সাহারাকে কেন্দ্র করে তার বাবা-মা'র সব স্বপ্ন, আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কাজ শেষেই বাসায় ফিরে আসবেন বলে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সেই বিদায়ই যে তার চিরবিদায় হবে তা কি কেউ ভেবেছিলেন! কিন্তু তাই হয়েছে।

ধারণা করা হয় বোমা বিস্ফোরণের পরপরই আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনগুলো বন্ধ করে দেয়া হলে সাহারা সম্ভবত তার কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে চড়েছিলেন।

বাবা, মা'র অহংকার সাহারা আখতার ইসলাম উত্তর লন্ডনের ইজলিংটনের এনজেল এলাকার কো-অপারেটিভ ব্যাংকে ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০ বছর বয়স্ক সুদর্শনা এ তরুণী চালচলনে পশ্চিমা ও ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছিলেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির উগ্রতা যেমন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনি ধর্মীয় গোঁড়ামিতেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই পোশাক হিসেবে সাহারা সালোয়ার-কামিজ ও ওড়নাকেই প্রাধান্য দিতেন। রাজনীতির প্রতি নিস্পৃহ সাহারা ছিলেন আড্ডা প্রিয়। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আড্ডা মারতে ভালোবাসতেন। সারাক্ষণই তার ঠোঁটের কোণে হাসি লেগে থাকতো। পিতৃ পুরুষের মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতিও ছিল তার গভীর টান। এ কারণে কয়েক বছর পর পর ছুটির সময় বাবা-মা, ভাইবোনকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে যেতেন। গত ৭ জুলাই ঘটনার দিন সকাল পৌনে ৮টায় সাহারা তার কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। বাসার কাছেই প্লাসটো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় ব্যাংকের ইউনিফর্ম হিসেবে তার পরনে ছিল কালো ট্রাউজার ও সাদা টপস্। কাঁধে ছিল একটি বারবেরি ব্যাগ। এরপর সাহারা তার উত্তর লন্ডনের কর্মস্থল ইজলিংটনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চড়েন। আর মৃত্যু তাকে পেছন থেকে তাড়া করছিল।

সাহারা ছিল সবার আদরের

তাই বোমা বিস্ফোরণের পর আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও তিনি কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসে চড়েন। অথচ দাঁতের ব্যথার কারণে তার অফিস যাওয়ার কথা ছিল না। টেলিফোন করে অফিসের বড় কর্মকর্তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'আজ অফিস আসছি না'। এরপর মা রোমেনা ইসলাম মেয়েকে অফিসে ঠেলে পাঠান। মা বলেছিলেন, অফিস যেয়ে ছুটি নিয়ে চলে এসো। মায়ের কথায় সাহারা দাঁতের ব্যথাকে পায়ে ঠেলে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য রওনা হন। ১১ জুলাই সাহারাদের বাসায় গিয়ে দেখা যায় সবাই স্তব্ধ। কারো কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার পরিস্থিতি ছিল না। তারপরও সাহারার এক আত্মীয় বললেন, এসেছেন তাতে আমরা খুশি হয়েছি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের মানসিক অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। তিনি বলেন, আমরা সাহারার খবরের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছি। আমরা এখনো জানি না তার কি পরিণতি হয়েছে। এর চেয়ে বড় মানসিক যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সদা হাসিখুশি ও মিশুক প্রকৃতির সাহারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অপর এক আত্মীয় বললেন, সে ছিল বন্ধুবৎসল। মানুষকে সহজেই আপন করে নেয়ার এক চমৎকার গুণ তার মধ্যে ছিল। সাহারাদের আদি বাড়ি সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার চান্দগ্রামে। বাবা শামসুল হাসান লন্ডন ট্রান্সপোর্টের বাস সুপারভাইজার। মা রোমেনা ইসলাম একজন গৃহিণী। সাহারার জন্ম পূর্ব লন্ডনের হোয়াইট চ্যাপলে। এরপর সাহারার বাবা প্লাসটোতে চলে যান। শামসুল হাসান ও রোমেনা ইসলামের তিন সন্তানের মধ্যে সাহারা ছিল সবার বড়। তাদের অপর দুই সন্তান হলো আনহারুল (১৭) ও তাসমিন (১৩)। গত ৭ জুলাই বৃহস্পতিবারের ভয়াল বোমা হামলায় ব্রিটেনের অন্য আরো অনেক পরিবারের মতো সাহারাকে কেন্দ্র করে এই সাধারণ বাঙালি পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ মূলধারার দৈনিক ইন্ডিপেনডেন্ট তাদের এক রিপোর্টে লিখেছে, যে মেয়েটি ব্রিটেনের মুসলিম সমাজের 'আইকন' হওয়ার কথা ছিল তার এ নির্মম মৃত্যু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মিশ্র সংস্কৃতির এ লন্ডন শহরে পশ্চিমা ও ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে যেখানে মুসলিম তরুণ-তরুণীদের প্রতিনিয়ত হোঁচট খেতে হয় সেখানে সাহারা ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুই সংস্কৃতির সেতুবন্ধন।

Ishaque Kazal
11. Globe Road, Startford
London E. 15 IRF, U.K

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com